৩৭.চিঠি

তোমার লিখা প্রতিটি পত্র নৌকার ভাঁজের

অবয়বে তৈরী আমার আত্মার গভীরে ;

আজো তাই ডুব দিয়ে খুঁজে পাই তোমার স্পর্শ।

তোমার হৃদয় এর ভাঁজে মিলে যেতে

প্রতীক্ষায় পথ চাহি উড়ে যাই আকাশে;

আমি হই উদ্ভ্রান্ত,শায়কবেদা পাখি।

প্রতিদিন এখখানি নৌকা তৈরী করে

আমার জানালার পাশে রেখে দিতে;

কখনো খূঁজে না পেলে আমি হতাম দিশেহারা।

মন্দিরের বেদীতে বসে কোন চাঁদনী রাতে

তুমি রাখতে আমার হাতে-হাত;

আমি তখন নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি ভাবতাম।

তোমার দেয়া এক-একটি পত্র যেন আমার

হৃদয় এর বেঁচে থাকার অবলম্বন;

তাই বার বার তোমার দেয়া পত্রগুলি পড়তাম।

এই তো ক্রোশ দুই পরেই সোনালী বন্দর

যে বন্দরে পালাতে চেয়েছিলাম তুমি ও আমি;

কিন্তু মাঝপথে তুমি নেমে গেলে তোমার দেয়া নৌকা থেকে।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে তোমার দেয়া নৌকার অবয়বের

পত্রগুলি আবার পড়ি কিন্তু না পড়া হয়ে উঠে না;

বুকের পুরাতন ব্যাথাটা বেড়ে যায় স্ত্রীর বুকুনী খেয়ে।